সুতা দিয়া গ্রন্থী দিল গিরা আঁটে নাই।
মাটি দিয়া গোলোক জোড়া'য়ে দিল তাই।।"
বলিতে বলিতে প্রভু আরক্ত নয়ন।
বলিলেন বাহ্য রুষ্ট কর্কশ বচন।।
"ভাঙ্গা হুকা মাটি দিয়া যে দিয়াছে জোড়া।
তারপরে দ্বেষ করা মোরে নিন্দা-করা।।
রাগাত্মিকা-রাগ-ধর্মী ওড়াকান্দী 'গণ।'
এর পরে নাহি কোন সাধন ভজন।।
মর্ম না জানিয়া কেহ কারে না নিন্দিবে।
হইলে আত্ম-বিদ্রোহ ছারেখারে যাবে।।
বাহ্য অঙ্গ ডোর কৌপিন মালা আর।
সব হতে সবা'কে করেছি অবসর।।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রীয় হইবেক যেই।
না থাকুক ক্রিয়া-কর্ম হরি তুল্য সেই।।
কীর্ত্তনেতে লম্ফ করে অসম্ভব কাজ।
ভীমকায় বিশেষ দেখিলে যাঁর ল্যাজ।।
প্রসাদ বাটীতে কেন তারে ভাব মন্দ।
সাবধান কেহ নাহি কার আত্মদ্বন্দ্ব।।
অধিকারী পাক করে লাবড়া ব্যঞ্জন।
ভোজনে গোলোক মোরে করে নিবেদন।।
আমি খাইলাম তাই গোলোক দেখিল।
সেহেতু কীর্ত্তন মাঝে প্রসাদ বাঁটিল।।
না জানে পাষণ্ডগণ এইকার্য্য কা'র।
ঈশ্বরীয় কর্ম এই ঘটনা তাহার।।
তোরা ইহা না জানিস আমি জানিয়াছি।
গোলোক করিল যাহা আমি করিয়াছি।।"
শুনিয়া মতুয়াগণ কাঁদিয়া আকুল।
বলে প্রভু আমাদের বুঝিবার ভুল।।'
প্রভু বলে 'হায়! হায়! না জান আপনা।।
নিজচক্ষে নিজমুখ নাহি দেখা চেনা।।
একবার যারে যে বিশ্বাস করে মনে।
তারে অবিশ্বাস আর করে বা কেমনে?
তিলগাছ ভাঙ্গিয়েছে যাহার যাহার।
জান তথা হ'তে কিবা আসে সমাচার।।
আট দশদিন পরে পুকুরের পারে।
বসিলেন মহাপ্রভু ভুমিশয্যা ক'রে।।
এক একজন করি আইল অনেকে।
নালিশ করিছে যারা এল একে একে।।
ঈশ্বরাধিকারী আর গোলোক কীর্ত্তুনে।
তস্যপুত্র গিরীশ মথুর দুইজনে।।
তালুকের মহেশ আর নিবারণ বালা।
ক্রমে ক্রমে হৈল হরিভক্তের মেলা।।
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ আর শম্ভুনাথ।
মদন বদন বনমালী রঘুনাথ।।
ক্রমাগত হইল বহুত লোকজন।
নালিশ করিছে যারা আসিল তখন।।
ঠাকুর বসিয়া কহিছেন সব কথা।
হেনকালে পাগল গোলোক এল তথা।।
ঠাকুর কহিল 'যারা নালিশ করিলি।
তিল হ'ল কিনা হ'ল তার কি জানিলি।
হেনকালে প্রণমিয়া বলে সেই দাই।
'কোথায় আছেন মোর পাগল গোঁসাই।।
আমার জমিতে তিনি নাচিয়া গাইয়া।
তিল নষ্ট করেছিল রাখাল লইয়া।।
ভাঙ্গা ডাল মাটি মধ্যে পড়িয়া যা ছিল।
হয়ে বৃষ্টি ডালপুষ্টি তিল বেড়ে গেল।।
নন্দরায় গোস্বামীকে তাড়াইয়া দিল।
তবু তার জমিতে যথেষ্ট তিল হ'ল।।
অন্য অন্য কৃষকের যত তিলে জমি।
কা'রো মোটে হয় নাই কা'রো বহু কমি।।
তিল ভাঙ্গে আমি খুশী রায় করে দোষী।
তবু অন্য হ'তে তিল চতুর্গুণ বেশী।।
রায়ের দু'বিঘায় ফলেছ পাঁচসলী।
আমায় দু'বিঘা জমি রায়েদের আলি।।